১৩-০৮-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই সঙ্গম যুগ হলো ব্রাহ্মণদের পুরী, এখানে তোমরা ব্রহ্মার বাচ্চা হয়েছো, তোমাদের বেহদের বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে এবং অন্যদেরও দেওয়াতে হবে"

প্রশ্ন : - এই জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে বোঝার জন্য কি প্রকারের বুদ্ধির প্রয়োজন ?

উত্তর : - ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই এই জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে । এ হলো বেহদের ব্যবসা । বাবা বাচ্চাদের রোজগারের বিভিন্ন যুক্তি বলতে থাকেন । বাচ্চাদের কাজ হলো পরিশ্রম করা । এমন যুক্তি বের করা উচিত যে, নিজেরও কামাই জমা হতে থাকে আর সকলেরও কল্যাণ হয় । বাবার স্মরণ এবং সেবাই হলো কামাইয়ের সাধন ।

গীত : - রাতের পথিক, শ্রান্ত হয়ো না...

ওম্ শান্তি । পারলৌকিক বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, তিনি বলছেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের পারলৌকিক পিতা, আমাকে তোমরা ভুলো না । গায়নও আছে যে, গীতার ভগবান । বাইবেলের ভগবান বা কোরানের ভগবান কখনোই কেউ বলবে না । কোনো ধর্মস্থাপকরা এমন বলবে না যে, হে বাচ্চারা, আমি তোমাদের পারলৌকিক বাবা, আমাকে স্মরণ করো । এমন কেউই কাউকে বলতে পারে না । বাচ্চা জন্ম হলে বাবাকে জানতে পারে । সে বাবাকেই স্মরণ করতে থাকবে কারণ সে উত্তরাধিকারী । এখন পারলৌকিক বাবা বলছেন - হে আমার হারানিধি (সিকিলিধে) বাচ্চারা, এখন তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে । বাচ্চারা, আমি তোমাদের পরমধাম, নির্বাণধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি । তোমরা ভক্তরা, আমাকে (ভগবানকে) স্মরণ করতে । আমি এখন বলছি, তোমরা আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো । আমি তোমাদের সুখধামে নিয়ে যাবো । নিজের মনে দেখো - তোমরা অর্ধেক কল্প কতো দুঃখ পেয়েছিলে । প্রথমেই কেউ এত দুঃখ পায় না । পরে দুঃখ বৃদ্ধি পায় । পারলৌকিক বাবা এখন বলছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । তিনি সমস্ত ধর্মের মানুষকে বলেন - -হে আমার বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের ভাই - ভাই মনে করে এসেছো । এখন তোমাদের আত্মাদের যে পারলৌকিক বাবা, যাঁকে সমস্ত জীব আত্মারা দুঃখের সময় স্মরণ করে এসেছে - তিনি এখন ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা তোমাদের বোঝাচ্ছেন । এ কথা বোঝানো হয় ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদের । প্রজাপিতা ব্রহ্মার কেবল কুমারীরাই ছিলো না, কুমার - কুমারী উভয়েই ছিলো । ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারীরা ভাই - বোন ছিলো । তারা একই বাবার সন্তান এবং একই দাদুর পৌত্র - পৌত্রী ছিলো । বাচ্চারা, তোমাদের সামনে বসে বোঝানো হয় । তোমরা সামনে বসেই সব শোনো এবং বোঝো যে, আমরা সবাই নিরাকারী শিববাবার সন্তান । বরাবর আমরাই ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবার থেকে স্বর্গের বাদশাহী নেওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছি । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখের দ্বারা তোমাদের যা বোঝান, তোমাদের তা অন্যদেরও বোঝাতে হবে । যে লৌকিক ভাই - বোনেরা আছে, তাদেরও বোঝাতে হবে । তোমরা হয়ে গেলে পারলৌকিক । পারলৌকিক বাবার থেকে তোমরা অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নাও । তোমাদের পারলৌকিক ভাই - বোন বলা হবে । ওরা হলো লৌকিক ভাই - বোন ।

তাই বাবা বলেন -বাচ্চারা, পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো তোমরা বুদ্ধির যোগ লাগাও, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । পাপও ভস্ম হয়ে যাবে । বাবার স্মরণকেই যোগ অগ্নি বলা হয় । এই সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে থাকলে তোমরা শক্তি পাবে । সেই এক নিরাকার বাবা এই ব্রহ্মা মুখের দ্বারা শোনান । অবশ্যই তো রথের প্রয়োজন, যেই রথের উপর উনি অধিষ্ঠান করবেন । ইনি হলেন রথ, এনার মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা অধিষ্ঠান করে বাচ্চাদের শিক্ষা দেন । তিনি এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন, যাতে তোমরা ভবিষ্যতে চক্রবর্তী রাজা - রাণী হতে পারবে, আর নিরন্তর স্মরণ করার কারণে বিকর্মজিত হতে পারবে, পবিত্র পুণ্য আত্মাও হয়ে যাবে । বাবা যে স্বর্গ স্থাপন করেন, তোমরা সেই স্বর্গের চক্রবর্তী মহারাজা -মহারাণী হয়ে যাবে, তাও ২১ জন্মের জন্য, আর ভারতে যে সব উৎসব হয় - শিব জয়ন্তী, হোলী, রাখী, জন্মাষ্টমী, দিওয়ালি আদি, এইসব উৎসবের গুরুত্ব আর প্রত্যেকটি উৎসবের বায়োগ্রাফি আমরা তোমাদের শোনাচ্ছি । এসো বোন - ভাইয়েরা, আমরা তোমাদের পারলৌকিক বাবার পরিচয় দেবো । এই পরিচয় পেয়ে সহজ রাজযোগ শিখে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হবে । ওয়ার্ল্ড অলমাইটি, পবিত্রতা -সুখ - শান্তিময় - অটল - অখণ্ড রাজ্য করবে । এ কথা কাউকে বোঝানো খুবই সহজ । এই রীতিতে লিখতেও হবে । বাবার বোঝানো এই রহস্য আমরা তোমাদের বোঝাবো । বাবার বাচ্চা হলে তবেই তো অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা মিলবে, তাই না । তোমরাও বেহদের বাবার কাছে এসে বেহদের আশীর্বাদী বর্সা নাও । জন্মে জন্মে তো হদের (লৌকিক) বর্সা নিয়ে এসেছো । সে হলো দুঃখের বর্সা কারণ এ হলো রাবণ রাজ্য । রামরাজ্যে সদা সুখ ছিলো । তারপর মায়া রাবণের রাজ্যে তোমরা দুঃখী হয়ে গেছো । এ কথা তো তোমরা যে কোনো কাউকেই বুঝিয়ে বলতে পারো । জনসাধারণের ভাষণেও তোমরা বুঝিয়ে বলতে পারো । উঁচুর থেকে উঁচু হলো ভগবান । এরপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, তারপর তাঁদের মহিমা । গায়নও আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা । তাহলে অবশ্যই তিনি স্থূল বতনে থাকবেন । ব্রাহ্মণরা হলো ব্রহ্মার সন্তান । তাঁকেই প্রজাপিতা বলা হয় । প্রথমদিকে ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রয়োজন । উঁচুর থেকে উঁচু হলো ব্রাহ্মণ বর্ণ । এই বর্ণ কে স্থাপন করেন ? পরমপিতা পরমাত্মা । সকলেই এই পিতার সন্তান । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা এই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের বসে পড়ান । এই সঙ্গম যুগ হলো ব্রাহ্মণদের পুরী । এরপর রুদ্রপুরীতে গিয়ে বিষ্ণুপুরীতে আসে । যারা নিরন্তর স্মরণ করবে তারাই প্রথমে রুদ্র মালাতে আসবে । সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী রাজা তো হয়, তাই না । তাই এই সময় পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা রাজযোগ শিখলে রাজপদ পায় । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের বাবা, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো, বুদ্ধির যোগ আমার সাথে যুক্ত করো । এ হলো রুহানী যাত্রা । জন্ম - জন্মে তোমরা তো শরীরের যাত্রা করে এসেছো, এখন বাবা এসে তোমাদের রুহানী যাত্রা শেখান । তিনি বলেন - আমাকে স্মরণ করো, আর তোমাদের সুইট হোমকে স্মরণ করো,যেখান থেকে তোমরা অভিনয় করতে এসেছো । তোমরা গোরা ছিলে, এই বিশ্বে রাজত্ব করতে, এরপর তোমরা কাম চিতায় বসে কালো হয়ে গেছো, সুন্দর থেকে শ্যাম হয়ে গেছো । ভারত খুব সুন্দর ছিলো । নামই ছিলো স্বর্গ, এখন তো নরক হয়ে গেছে, তাই না । তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হও, তখন উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান শিব আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এঁদের দ্বারা বাবার কার্য করান । এনাদের তিনি নিমিত্ত করেছেন । তিনি তো করাওনহার, তাই না । ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য তিনি ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখান । বাবা বলেন যে - আমি এই রাজযোগ শিখিয়ে তোমাদের সম্পূর্ণ করবো, তারপর বিনাশ হবে । তারপর যার যার পুরুষার্থ অনুসারে, বাবা যে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন সেখানে গিয়ে রাজত্ব করবে । সমস্ত কিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । মানুষ বলে যে গঙ্গা পতিত - পাবনী, তাহলে পরমাত্মাকে ডাকে কেন যে, --হে পতিত পাবন এসো ? তাই পূজারী ভক্তদের তো ভক্তির ফল পাওয়া চাই, তাই না । স্বর্গে তোমরা

জীবনমুক্তির ফল পাও, আর সবাই পায় শান্তির ফল । স্বর্গে সুখ – শান্তি দুইই ছিলো, সবাই সুখী ছিলো যারা রাজযোগ শিখেছিলো । বিকর্ম তো বিনাশ করতেই হবে, হিসেব – নিকেশও শোধ করতে হবে । তারপর আবার নতুনভাবে অভিনয় করতে হবে । সকলের হিসেব – নিকেশ শোধ করিয়ে, পবিত্র বানিয়ে বাবা সাথে করে নিয়ে যান । এইসব রহস্যই বোঝার ।

মানুষ যখন ভগবানকে স্মরণ করে, তখন ভগবানকে অবশ্যই এই সৃষ্টিতে আসতে হয় । তিনি বলেন, আমি এই সৃষ্টিতে এসে ভক্তদের ভক্তির ফল দিই । আমি মুক্তি বা জীবনমুক্তি, শান্তি বা সুখ দিই । মানুষ দুনিয়াতে সুখ, শান্তি আর সম্পত্তিই চায় । মানুষ তো সম্পত্তির জন্যই পুরুষার্থ করে যাতে ধনবান হতে পারে । তারা মনে করে যে সম্পত্তিতেই সুখ কিন্তু যার যতই সম্পত্তি থাকুক না কেন, এ তো মায়ার রাজ্য । যেহেতু পতিত দুনিয়া তাই পাপ অবশ্যই হয়ে যাবে । মানুষ সম্পত্তির জন্য অনেক পাপ করে । এ হলোই পাপাত্মাদের দুনিয়া । এখানে কোনো পুণ্য আত্মাই নেই । পুণ্য আত্মাদের দুনিয়ায় কোনো পাপাত্মা থাকে না । যথা রাজা রাণী তথা প্রজা সকলেই পুণ্য আত্মা হয় সেখানে । এই পতিত দুনিয়াতে পবিত্র দেবী দেবতাদের রাজারাও পুজো করে, কেননা তারা মনে করে – এঁরা সর্বগুণ সম্পন্ন । আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই ----আমাদের দয়া করুন ---- আবার তারা বলে --আমরাই ভগবান । পতিতদের পবিত্র তো একমাত্র বাবাই করেন । পতিত – পাবন বলাতে বুদ্ধি এক নিরাকার ভগবানের দিকেই চলে যাওয়া উচিত । নিরাকারেরও তো ভক্ত হয় । তাই এই নিরাকার বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, যতক্ষণ না তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় পাবে, কিভাবে উপাসনা করবে ? যদিও বলে পরমপিতা পরমাত্মা শিব । নিরাকারের ভক্তও তো হয় । যারা নিরাকারকে স্মরণ করে কিন্তু তিনি কে ? সম্পূর্ণ পরিচয় তো চাই । নিরাকারকে কেন স্মরণ করবে ? এতে কি পাবে ? তাহলে কি নিরাকারী দুনিয়ায় যাবে ? আত্মাদের তো নিরাকারী দুনিয়াতে যাওয়ার পথ জানা নেই । যদিও সবাই স্মরণ করে কিন্তু পরিচয় ছাড়া । এইভাবে স্মরণ করলে তো কেউই পবিত্র হবে না । এখানে তো নিরাকার নিজেই সাকারে আসেন । মানুষ তো নিরাকারী দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য কতো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে কিন্তু কেউই যেতে পারে না । পথ তো কেউই জানে না । শরীরের যাত্রা করায় যে পান্ডারা, তারা রাস্তা জানে, তাই তারা নিয়ে যায় । এখানে এই রাস্তা কেউই জানে না, যে বোঝাবে । তাই বলে থাকে – ঈশ্বর অন্তহীন, তাহলে কিভাবে স্মরণ করবে ? কিছুই বুঝতে পারে না । কেউ বলে অন্তহীন, কেউ বলে নিরাকার, তাই নিরাকারের ভক্ত হয় । আজকাল তো আবার বলে দেয়, আমিই সেই । দিন – প্রতিদিন তমোপ্রধান মত হয়ে যাচ্ছে । যেই আসে, সেই বলতে থাকে । বাবা বোঝান যে – উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা, এমন গায়ন আছে । সর্বব্যাপী বললে তো সবাই উঁচুর থেকে উঁচু হয়ে যায় । এত পতিত – দুঃখী, তারা উঁচুর থেকে উঁচু কিভাবে হবে । একদিকে বলে, নাম রূপ থেকে পৃথক, আবার বলে দেয় তিনি নুড়ি – পাথরেও আছেন, একেই বলা হয় ধর্মের গ্লানি । এখন আবার বলে আমিই পরমাত্মা । এখন যা কিছুই অতীত হয়ে গেছে, সবই ড্রামা । তা আবারও হবে । ভুলের পরে ভুল, গ্লানির পরে গ্লানি করতে করতে ভারত এমন পতিত হয়ে গেছে । বাবার পরিচয় তো সবাইকে পেতে হবে । এত ব্রহ্মাকুমার – কুমারীদের দ্বারা জ্ঞান পাওয়া যাবে যে তোমাদের প্রভাব আসতে থাকবে । এ তো বরাবর পরমপিতা পরমাত্মারই কথা । সবার থেকে উঁচু হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তাঁর মহিমা অনেক, যার কোনো পারাবার নেই । বাবা এখন বসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন --আমি কি করি ? আমি এসে সমস্ত পাপ আত্মাদের পুণ্য আত্মা বানাই, রাজযোগ শেখাই । এমন গায়নও আছে যে, ঈশ্বরের গতি – মতি কেউ বুঝতে পারে না । তাহলে তো তিনি অবশ্যই যখন এখানে আসবেন, তখনই তো মত দেবেন, তাই না । ক্রাইস্টের আত্মা এসেছিলো খৃষ্টান ধর্ম

স্থাপন করতে । বাবার মত তো সবার থেকে আলাদা । এই বাবা তো হলেন সবার থেকে উঁচু । ভারতে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ দেবী - দেবতারা ডবল মুকুটধারী হয়েছিলেন । বাবারই হলো শ্রীমত । ভগবান উবাচঃ ---আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, যা আর কেউই শেখাতে পারে না । লেখা আছে ভগবান উবাচঃ । তিনি হলেন হেভেনলী গড ফাদার, যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন, স্বর্গের জন্য তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রাজযোগ শেখান । ব্রাহ্মণ বর্ণ সবথেকে উঁচু । বাবা সেবার অনেক যুক্তি বলে দেন । কেউ যদি গালিও দেয়, তোমরা চিত্র রেখে দিও, তাতে লেখা থাকবে যে, এই বর্ণে ভারতই আসে । এখন হলো কলিযুগ, শূদ্র বর্ণ । এরপর তোমরা বাবার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছো । তোমাদের নাম হলো ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী । তোমাদের চিত্র এমন হওয়া উচিত যে মানুষ যেন আশ্চর্য হয়ে যায় যে, এমন চিত্র তো কোথাও দেখি নি । এই জ্ঞান ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে । এই ব্যবসাও খুব ভালো । তাই এই শ্রীমত দানকারীও সর্বোত্তম কিন্তু অনেক বাচ্চারাই পরিশ্রম করে না । ঘরে শুয়ে থাকলে বাবা আবার খাড়া করে দেন । তোমরা এক চিত্র বানাবে, এতে হাজার মানুষের কল্যাণ হবে, সবাই তোমাদের বাহ - বাহ করবে । "বন্দে মাতরম্" বলবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) রুদ্র মালাতে এক নম্বরে আসার জন্য নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকতে হবে । বাবা এবং সুইট হোমের স্মরণে নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে ।

২) রুহানী পান্ডা হয়ে সবাইকে প্রকৃত যাত্রা করাতে হবে । এক বাবার শ্রীমতে নিজেকে ডবল মুকুটধারী বানাতে হবে ।

বরদান : - অমৃতবেলা থেকে নিয়ে রাত পর্যন্ত মর্যাদাপূর্বক চলে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব

সঙ্গমযুগের মর্যাদাই পুরুষোত্তম বানায় তাই বলা হয় মর্যাদা পুরুষোত্তম । তমোগুণী বায়ুমণ্ডল, ভাইব্রেশনের থেকে রক্ষা পাওয়ার সহজ সাধন হলো এই মর্যাদা । মর্যাদার ভিতরে যারা থাকে, তারা পরিশ্রম থেকে বেঁচে যায় । প্রতি পদেই বাপদাদার দ্বারা মর্যাদা পাওয়া গেছে, সেই অনুযায়ী কদম ওঠালেই স্বত:ই মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে যায় । তাই অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত মর্যাদাপূর্বক জীবন হলেই বলা হবে পুরুষোত্তম অর্থাৎ সাধারণ পুরুষ থেকে উত্তম আত্মা ।

স্লোগান : - যে মানুষ যে কোনো বিষয়ে নিজেকে মোল্ড করে নিতে পারে, সেই সকলের আশীর্বাদের পাত্র হয় ।